হে বোন
কুরআন
তোমাকে যা বলেছে

সংকলন ও সংযোজন
ফারজানা আফরিন

কুলব

ঐশীধর্ম ইসলামের দিকে যে কারণে সবচেয়ে বেশি আঙুল তোলা হয়—ইসলাম না কি পুরুষবাদী ধর্ম। ইসলাম পুরুষদের হাতে সব ক্ষমতা কুক্ষিগত করে নারীদের করেছে ঘরবন্দি। রেখেছে আকণ্ঠ দমিয়ে। ওদিকে নারীবাদীদের দাবি—ঐশীগ্রন্থ খ্যাত কুরআনের অধিকাংশ হুকুমই না কি পুরুষদের অনুকূলে। যার ফলে দিনকে দিন মুসলিম নারীরা হচ্ছে নিগৃহীত, অধিকার বঞ্চিত এবং অবহেলিত।

অভিযোগগুলো যে একদমই ভিত্তিহীন তা কিন্তু নয়। কেননা, একদল স্বার্থান্বেষী পুরুষ ক্ষমতার অপব্যবহার করে সত্যি সত্যিই নারীদের দমিয়ে রাখতে চায়। করতে চায় কোণঠাসা।

এখন প্রশ্ন হলো, নারীদের ব্যাপারে আদতেই ইসলামের অবস্থান কী? কুরআনে কি আল্লাহ আসলেই নারীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ন করে বিধান জারি করেছেন? না কি উলটো তাদের করেছেন সুরক্ষিত? দিয়েছেন উঁচু মাকাম? নারী জাতির প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনে সেই ১৪শ' বছরে আগে আগমন ঘটেছিল যে ইসলামের, তার বিরুদ্ধে নারীদের নিগ্রহের অভিযোগ কতটা যৌক্তিক? পুরোটাই তবে পাগলের প্রলাপ?

আমাদের বোনদের জানতে ইচ্ছে করে—তার অধিকার নিয়ে ইসলাম কী বলে? সে অধিকার থেকে কেউ বঞ্চিত করলে তার শাস্তি কী হওয়া উচিত? যেখানে প্রথম ইসলাম-বরণকারী একজন নারী, সেই ইসলাম একজন নারীকে বঞ্চিত করবে—সেটা কীভাবে মানা যায়?

বোনেরা আরো জানতে চায়—তাদের জীবন-জ্যামিতি, চলা-ফেরা, আদব-আখলাক ইত্যাদি কেমন হওয়া উচিত? কেমনটা আল্লাহ পছন্দ করেন?

নারীবাদীরা যতই ফাঁকা বুলি আওড়াক, পশ্চিমা সংস্কৃতি যতই প্রাচুর্যের প্রলোভন দেখাক, আভিজাত্যের হাতছানি দিক—দিনশেষে আমার বোনেরা জান্নাত চায়। আল্লাহওয়ালি হওয়ার তামান্না লালন করে।

সে লক্ষ্যেই মাকতাবাতুল ক্বলবের এবারের নিবেদন, "হে বোন কুরআন তোমাকে যা বলেছে...

ক্বলব

হে বোন
কুরআন
তোমাকে যা বলেছে

সংকলন ও সংযোজন

ফারজানা আফরিন

ভাষা সম্পাদনা

মুহাম্মাদ সাজেদুল ইসলাম

শারঈ নিরীক্ষণ

মাহমুদ বিন নূর

সূচিপত্র

লেখিকার কথা ৮
প্রকাশকের কথা ১০
ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান ১১
ইসলামের আরশিতে নারীর মর্যাদা ১৪
নারী স্বাধীনতা: বর্তমান ফিতনা-ফাসাদের নাটেরগুরু ৩১
পুণ্যবতী স্ত্রীদের জন্য সুকথার সমাহার ৩৪
পর্দা নারীর আভিজাত্য ৩৮
সৌন্দর্যের পাঠ ৪৯
পর্দা বিরোধীদের খোঁড়া যুক্তি ৫১
ব্যভিচার রোধে ইসলাম ৫৫
কুরআনে ব্যভিচারের সাজা ৫৯
ব্যভিচারে বাধ্য করা বারণ ৬৭
জাহেলি যুগ বনাম ইসলামি যুগ ৬৯
তালাকপ্রাপ্তা নারীর বিধিবিধান ৭৬
তালাকপ্রাপ্তাদের ইদ্দতকালীন ভরণপোষণ ৮২
হিদায়াত এবং গোমরাহি ৮৫
মুহাজির নারী এবং বাইআত ৯১
জীবন বাঁকে অল্পে তুষ্টি ১০১
বিবাহনামা ১০৬
জুলুমের কোন্দরে নারী আর নয় ১১৬
আমলের প্রতিদান; নারী-পুরুষ সমান ১১৯

সন্তান দান কিংবা নিঃসন্তান; সবই রবের এখতিয়ার ১২২
দুধ পানের মেয়াদ ১২৪
স্বামীর মৃত্যুর ইদ্দত ১২৮
ইদ্দতকালে বিবাহবিধি ১৩০
তালাকপ্রাপ্তা নারীদের মোহরানা ১৩৩
হায়েয অবস্থায় মিলনবিধি ১৩৬
গর্ভপাতের গর্বপাঠ! ১৪০
বিশ্বাসীদের কষ্ট দেওয়ার পরিণতি ১৪২
নবিজির স্ত্রীদের শান ১৪৫
স্বামী-স্ত্রীর আচারকথন ১৫১
গর্ভধারণ ও স্তন্যদানের সময়সীমা ১৫৫
স্বামী-স্ত্রীর জীবনযাপন ১৫৭
ব্যভিচারী নারী-পুরুষের বিবাহ ১৬৪
মুনাফিক নর-নারীর কর্ম ও চরিত্রগত মিলকথা ১৬৭
নারীবিধি: যা না জানলেই নয় ১৭২

ইসলামপূর্ব সমাজে নারীর স্থান

ইসলামের আলো ফোটার আগে গোটা বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে নারীদের মর্যাদা ঘরের আর দশটা আসবাবের চেয়ে বেশি ছিল না। তখন চার পেয়ে পশুর মতো তাদেরও বেচা-কেনা চলত। নিজের বিয়ের ব্যাপারেও তাদের মতামতের কোনো রকম মূল্য ছিল না। অভিভাবকরা যার দায়িত্বে তাদেরকে অর্পণ করত সেখানেই যেতে হতো। কোনো নারী তার আত্মীয়স্বজনের পরিত্যক্ত সম্পদ বা মীরাসের অধিকারী হতো না, বরং সে নিজেই ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রের মতন পরিত্যক্ত সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হতো। নারীরা ছিল স্রেফ পুরুষদের ভোগ্যপণ্য। কোনো জিনিসেই তাদের স্বত্বাধিকারী ছিল না; আর যা কিছুই নারীর স্বত্ব বলে ধরা হতো, তাতেও পুরুষের অনুমতি ছাড়া ভোগ-দখল করার মতো এতটুকু অধিকারও তাদের ছিল না। তবে স্ত্রীরা চাইলে তাদের নারীত্বকে যেখানে খুশি, যেভাবে খুশি ব্যবহার করতে পারত; এতে তাদের স্বামীরা বাধাও দিত না। তাতে তাকে স্পর্শ করারও কেউ ছিল না। এমনকি ইউরোপের যেসব দেশকে আধুনিক বিশ্বের সবচেয়ে সভ্য দেশ হিসেবে ধরা হয়, সেগুলোতেও অনেকে এমনও ছিল, যারা নারীর মানব সত্তাকেই স্বীকার করত না।

ধর্মকর্মেও নারীদের জন্য কোনো অংশ ছিল না; তাদেরকে ইবাদত-উপাসনা কিংবা বেহেশতের যোগ্য মনে করা হতো না। এমনকি রোমের কোন কোন আইনসভায় পারস্পরিক পরামর্শক্রমে সাব্যস্ত করা হয়েছিল, এরা (নারীরা) হলো অপবিত্র এক জানোয়ার, যাতে আত্মার কোনো অস্তিত্ব নেই। সাধারণভাবে বাবার পক্ষে মেয়েকে হত্যা করা কিংবা জ্যান্ত কবর দিয়ে দেওয়াকে কৌলীন্যের নিরিখ বলে মনে করা হতো। অনেকের ধারণা ছিল, নারীকে যে কেউই হত্যা করে ফেলুক না কেন, তাতে হত্যাকারীর প্রতি মৃত্যুদণ্ড কিংবা খুনের বদলা কোনোটাই

আরোপ করা ওয়াজিব হবে না। আবার, কোনো কোনো জাতির মধ্যে প্রথা ছিল, স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও তার চিতারোহণ করে মরতে হবে। ৫৮৬ সালে ফরাসিরা একটা প্রস্তাব পাশ করে। যেখানে তারা নারী সমাজের প্রতি এতটুকু অনুগ্রহ করেছিল; নারীরা প্রাণী হিসেবে মানুষই বটে, কিন্তু তাদেরকে স্রেফ পুরুষের সেবার উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোট কথা, সারা বিশ্ব ও সকল ধর্ম নারী সমাজের সাথে যে আচরণ করেছে, তা অত্যন্ত হৃদয়বিদারক ও লোমহর্ষক। ইসলাম আসার আগে সৃষ্টির এ অংশটি ছিল ভীষণ অসহায়। তাদের ব্যাপারে বাস্তব কিংবা যুক্তিসঙ্গত কোনো ব্যবস্থাই নেওয়া হতো না।

রাহমাতুল্লিল আলামীন ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মই বিশ্বাসীদের চোখের পর্দা উন্মোচন করেছে। মানুষকে মানুষের মর্যাদা দিতে শিক্ষা দিয়েছে। ন্যায়নীতির প্রবর্তন করেছে; নারী সমাজের অধিকার সংরক্ষন পুরুষের ওপর ফরয করেছে। বিয়ে-শাদি ও ধনসম্পদে তাদেরকে স্বত্বাধিকার দেওয়া হয়েছে। কোনো ব্যক্তি, তিনি বাবা হলেও, কোনো প্রাপ্ত বয়স্ক মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিয়েতে বাধ্য করতে পারেন না; এমনকি তার অনুমতি ছাড়া বিয়ে দিলেও তা তার অনুমতির ওপর বিয়ে স্থগিত থাকে, সে অস্বীকৃতি জানালে তা বাতিল হয়ে যায়। তার সম্পদে কোনো পুরুষই তার অনুমতি ছাড়া হস্তক্ষেপ করতে পারবে না। স্বামীর মৃত্যুর পর বা স্বামী তাকে তালাক দিলে সে স্বাধীন, কেউ তাকে কোনো ব্যাপারে বাধ্য করতে পারে না। সেও তার নিকটাত্মীয়ের পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে তেমনি অংশীদার হয়, যেমন হয় পুরুষেরা। তাদের সন্তুষ্টি বিধানকেও শরিয়তে মুহাম্মাদী ইবাদতের মর্যাদা দান করেছে। স্বামী তার ন্যায্য অধিকার না দিলে সে আইনের সাহায্যে তা আদায় করে নিতে পারে, অথবা তার বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করে দিতে পারে।[১]

পূর্ববর্তী বিভিন্ন সভ্যতায় এবং ধর্মে নারীদেরকে বিভিন্নভাবে অত্যাচার করা হতো। এবার সেসবের কিছু নমুনা আমরা দেখব।

খ্রিষ্ট ধর্মের লোকেরা তো ধরেই নিয়েছিল যত অনিষ্টের মূল নারীই। যত দায়, যত দোষ সবই নারীর। এমনকি বিয়ের মতো পবিত্র বন্ধনকে তারা একটি গর্হিত কাজ ভেবে নিয়েছিল। একে পরিহার করতে চেয়েছিল। অন্যদিকে ইংরেজদের সংবিধান

[১] তাফসিরে মাআরিফুল কুরআনের আলোকে

স্ত্রীকে বেঁচে দেওয়ার অধিকারও স্বামীকে দিয়েছিল। এছাড়াও নিশিদিন নানানভাবে নারীদের ওপর অত্যাচার করা হতো। হিন্দু ধর্মে স্বামী মারা যাওয়ার পর বেঁচে থাকার অধিকারই ছিল না নারীর। স্বেচ্ছায় স্বামীর চিতায় উঠে তাকে জীবন দিতে হতো। আর রোমক সভ্যতায় গৃহকর্তার হাতেই সবকিছু ছিল। নারীদের ঘরে-বাইরে, কোনো জায়গায়ই এতটুকুও অধিকার ছিল না। পরে রোমক সভ্যতা কিছুটা সভ্য হতে চাইলে তারা আইন করে নারীদের স্বত্ব প্রদান করল। নারী নিজে যা কামাই করবে তা তার নিজের এবং স্বামী মারা যাওয়ার পর তারা নিজেকে অন্য কারো কাছে বিক্রি করে দিতে পারবে। আবার, ইহুদি ধর্মের লোকদের কাছে নারীরা ছিল অভিশপ্ত। তারা মনে করে, নারীর জন্যই আদম ধোঁকা খেয়েছিলেন, জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন। এমনকি হায়েযের সময় তারা নারীদের সাথে ওঠাবসা ও পানাহার বর্জন করে দিত। গ্রিক সভ্যতায় নারীরা আরো বেশি অত্যাচারিত ছিল। তাদের জীবন ছিল চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ। তাদেরকে সমাজের বোঝা, পরিবারের বোঝা, স্বামীর বোঝা মনে করা হতো। বানানো হতো তাদেরকে গণহারে ক্রীতদাসী। তাদেরকে পণ্যের মতো বেচা-কেনা হতো। নারীকে শুধু পুরুষের ভোগের বস্তু হিসেবেই ব্যবহার করা হতো। এভাবেই ইসলামবিরোধী প্রতিটি সভ্যতায় দিনের পর দিন নারীকে অজস্রভাবে অত্যাচার করা হতো।

ইসলামের আরশিতে নারীর মর্যাদা

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যায়, পৃথিবীতে এমন দুটি বস্তু রয়েছে যা গোটা বিশ্বের অস্তিত্ব সংগঠন এবং উন্নয়নের স্তম্ভস্বরূপ। এর একটি হচ্ছে নারী, অপরটি সম্পদ। কিন্তু মুদ্রার ওপিঠটির প্রতি লক্ষ করলে দেখা যাবে, এ দুটি বস্তুই পৃথিবীতে শত হাঙ্গামা, রক্তপাত এবং নানা রকম অনিষ্টের মূল কারণ। অন্যদিকে এ দুটো বস্তুই আপন প্রকৃতিতে পৃথিবীর গঠন, নির্মাণ ও উন্নয়ন এবং উৎকর্ষের প্রধান অবলম্বন। কিন্তু যখনি এগুলোকে তাদের প্রকৃত মর্যাদা ও উদ্দেশ্য থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়, তখনি তা দুনিয়ার সবচাইতে ভয়াবহ ধ্বংসকারিতার রূপ ধারণ করে।

কুরআন মানুষকে একটা জীবন বিধান দিয়েছে। এতে উল্লিখিত দুটো বস্তুকেই নিজ নিজ স্থানে এমনভাবে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে তাদের দ্বারা সর্বাধিক উপকারিতা ও ফলাফল হতে পারে; দাঙ্গা-হাঙ্গামার চিহ্নটিও না থাকে। সম্পদের যথার্থ স্থান, তা অর্জনের পন্থা, ব্যয় করার পদ্ধতি এবং সম্পদ বণ্টনের ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থা এসব একটা পৃথক বিষয় যাকে 'ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা' বলা যেতে পারে।

নারী সমাজ এবং তাদের অধিকার ও কর্তব্য নিয়ে এই আয়াতে বলা হয়েছে— নারীদের ওপর যেমন পুরুষের অধিকার রয়েছে এবং যা প্রদান করা একান্ত জরুরি, তেমনিভাবে পুরুষদের ওপরও নারীদের অধিকার রয়েছে, যা প্রদান করা অপরিহার্য; তবে এতটুকু পার্থক্য অবশ্যই রয়েছে, পুরুষদের মর্যাদা নারীদের তুলনায় কিছুটা বেশি।

প্রায় একই রকম বক্তব্য সূরা নিসার একটি আয়াতে আছে— যেহেতু আল্লাহ